৬ষ্ঠ বর্ষ পেরিয়ে

শুধু ব্যবসায়িক স্বার্থ নয়, গণমাধ্যমে ইতিবাচক ভূমিকা প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য নিয়ে চ্যানেল আই পথ চলা শুরু করে ১৯৯৯ সালের ১ অক্টোবর। বাংলা ভাষার প্রথম ডিজিটাল স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলটি ইতিমধ্যে জনগণের কাছে সর্বোচ্চ দায়বদ্ধতা নিয়ে বিশ্বায়নের সঙ্গে মিডিয়ার প্রতিযোগিতামূলক এগিয়ে যাওয়ার পথে সগৌরবে একাত্ম রয়েছে। পথ চলার শুরু থেকেই স্যাটেলাইট চ্যানেলটি হৃদয়ে বাংলাদেশ ধারণ করে অতিক্রম করেছে ৬টি বছর। হৃদয়ে দেশের প্রতি এতো ভালোবাসার কারণেই দেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি তুলে ধরতে লাল সবুজের সীমানা ছাড়িয়ে পৌঁছে গেছে বিশ্বের অন্যান্য দেশে। বিদেশী দর্শকদের হৃদয়েও জায়গা করে নিয়েছে চ্যানেল আই। যার জন্যই ৭ম বর্ষে পদার্পণ করে চ্যানেল আই উচ্চারণ করছে প্রবাসেও বাংলাদেশ। দীর্ঘ এই পথটি পারি দিতে চ্যানেল আইকে অতিক্রম করতে হয়েছে নানা প্রতিকূলতা। সমকালীন বিনোদনের পাশাপাশি এ দেশের কৃষ্টি তুলে ধরার পাশাপাশি মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন বিষয়ক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আসছে চ্যানেল আই। একদিকে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন বিষয়ক অনুষ্ঠান এর পাশাপাশি রাজনীতিতে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা ও সুস্থ গণতন্ত্র চর্চার একটি পথ তৈরির লক্ষ্য নিয়ে প্রচার শুরু করে টক শো। 'তৃতীয় মাত্রা' নামের এই টক শোটিতে রাজনীতি, অর্থনীতিসহ সব ধরনের বিষয় নিয়ে বিভিন্ন আদর্শের রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবীদের মুক্ত বিতর্কের আয়োজন করা হয়। এ দেশের জাতীয় অর্থনীতি কৃষি নির্ভর। কৃষকরাই দেশের সামগ্রিক অগ্রযাত্রার চালক ও নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করে থাকে। কৃষকদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে চ্যানেল আই প্রচার শুরু করে সমকালীন কৃষি অর্থনীতি এবং উন্নয়নমূলক প্রামাণ্য অনুষ্ঠান 'হৃদয়ে মাটি ও মানুষ'। এই অনুষ্ঠানটি কৃষির নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখতে শুরু করেছে।

নাটক ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে চ্যানেল আই পিছিয়ে নেই অন্যান্য চ্যানেলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায়। এ দেশের দর্শকরা যখন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে ভারতীয় টেলিভিশনের মেগাসিরিয়ালের দিকে, ঠিক সেই সময় চ্যানেল আই দর্শকদের ঘরমুখী হতে প্রচার করতে শুরু করে বেশ কয়েকটি মেগা সিরিয়াল। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'জোয়ারভাটা', '৫১বর্তী', 'সাড়ে তিনতলা', '৬৯'সহ বেশ কিছু নাটক। ধারাবাহিক নাটক বা মেগাসিরিয়াল ছাড়াও চ্যানেল আই

'সুবর্ণ সময় আমাদের চলচ্চিত্রে আসবেই'

ফরিদুর রেজা সাগর

ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ইমপ্রেস টেলিফিল্ম ও চ্যানেল আই

সাপ্তাহিক ২০০০ : ৭ম বর্ষে এসে নিজেদের সাফল্য মূল্যায়ন করবেন কীভাবে?

ফরিদুর রেজা সাগর : আমাদের যা কিছু আয়োজন, তা দর্শকদের জন্যই। এসব আয়োজনের পেছনে রয়েছে আমাদের একনিষ্ঠ শ্রম ও মেধা। এই দুটির সমন্বয়ের ফসলই হলো একেকটি অনুষ্ঠান। আমাদের প্রচারিত অনুষ্ঠান দর্শকদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেলে আমাদের সাফল্য। আমরা দর্শকদের কাছ থেকে ব্যাপক সাড়া পাই; যার জন্য বলতে পারি, দর্শক আমাদের চ্যানেল আইকে গ্রহণ করছে।

২০০০ : নতুন বছরে নতুন নতুন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা নিয়েছেন কি?

সাগর : আমাদের মধ্যমণি দর্শক। দর্শক তো চায় সব সময় নতুন এবং ব্যতিক্রম অনুষ্ঠান। দর্শকদের কথা মাথায় রেখে আমরা এ বছরে নতুন কিছু উপহার দিব।

২০০০ : আপনাদের নির্মিত ছবি অস্কারের জন্য বাংলাদেশ থেকে নির্বাচিত হলো। এ অর্জন আগামীতে ছবি নির্মাণে কতটুকু প্রেরণা যোগাবে?

সাগর : 'শ্যামল ছায়া' ছবিটি অস্কার মনোনয়ন পাওয়া শুধু আমাদের জন্য নয়, এ দেশের চলচ্চিত্রের জন্যও একটা বড় পাওয়া বলে আমি মনে করি। আমাদের চলচ্চিত্রের ৫০ বছর পূর্ণ হলো এবার। সুবর্ণজয়ন্তীতে আমি আশা করছি, সুবর্ণ সময় আমাদের চলচ্চিত্রে আসবেই। সেদিন আমরা আমাদের চলচ্চিত্রকে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে দেখব। একটি ভালো কাজের জন্য পুরস্কারপ্রাপ্তি তো অবশ্যই আরো ভালো কিছু করায় উৎসাহিত করে। আমাদের এই অর্জন আগামীতে আরো ভালো ছবি নির্মাণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

২০০০ : আমাদের দেশের দর্শকদের ভিনদেশী চ্যানেল থেকে নিজেদের চ্যানেলে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে টিভি চ্যানেলের ভূমিকা কী হতে পারে?

সাগর : এখন আকাশ-সংস্কৃতির প্রতিযোগিতায় যেসব টিভি চ্যানেল ভালো করবে, তারা এগিয়ে থাকবে। আমাদের স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোতে আরো ভালো ভালো অনুষ্ঠান প্রচার করলে দর্শক নিজেদের চ্যানেল দেখবেই। আমাদের '৫১বর্তী' বা '৬৯' কি দর্শক দেখেনি? আমাদের দর্শককে ঘরমুখী করতে আমাদের আধুনিক ও মননশীল অনুষ্ঠান নির্মাণ করতে হবে।

‘ভুল ধরিয়ে দেয়াটা মিডিয়ায় দায়িত্ব। সরকার মিডিয়াকে তার সহায়ক শক্তি ভাবাটাই ভালো’

শাইখ সিরাজ

পরিচালক ও বার্তা প্রধান
চ্যানেল আই

২০০০ : নতুন বছরে সংবাদের সঙ্গে ভিন্ন কিছু সংযোগ করছেন কি?

সিরাজ : সংবাদভিত্তিক অনুষ্ঠান চ্যানেল আই বেশি করে। চ্যানেল আই সংবাদের বাইরেও সংবাদভিত্তিক অনুষ্ঠান বিভিন্ন পত্রিকার পর্যালোচনা প্রচার করে মধ্য রাতে। দেখুন পত্রিকা মানুষের হাতে পৌঁছায় পরের দিন সকালে অথচ আমরা রাতেই দৈনিক পত্রিকাগুলো নিয়ে আলোচনা করছি। দর্শক পত্রিকা হাতে পাবার আগেই রাতে সে দিনের পত্রিকায় কী আছে সে সম্পর্কে জানতে পারছে। অনুষ্ঠানটি হলো ‘বাংলাদেশের সংবাদপত্র’। সংবাদ নিয়ে আমাদের আরো অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় সকালে। যার মধ্যে রয়েছে ‘সংবাদপত্র বাংলাদেশ’। এছাড়া রয়েছে ‘পাবলিক রি-অ্যাকশন’ প্রভৃতি। নতুন বছর থেকে সংবাদের সেট থেকে শুরু করে অনেক পরিবর্তন হবে। এমনকি নতুন ৭ জন সংবাদ উপস্থাপক দেখতে পাবেন দর্শক। সংবাদের পরিবর্তন তো আসেই। এটা সময়ের চাহিদা। সময়ের পরিবর্তনকে মাথায় রেখেই সংবাদ সাজানো হয়। তবে উন্নয়ন সাংবাদিকতাকেই আমাদের মত দেশে মূলধারার সংবাদ হিসেবে গুরুত্ব দেয়া উচিত।

২০০০ : প্রিন্ট মিডিয়ায় যে পরিমাণ স্বাধীনতা রয়েছে, সে তুলনায় কিন্তু ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় স্বাধীনতা কম। এই বিষয়টি কিভাবে দেখছেন।

সিরাজ : প্রিন্ট মিডিয়ার প্রতিষ্ঠা স্বাধীন বাংলাদেশে ৩৫ বছরের ইতিহাস। আর বিশ্বের অন্যান্য দেশের দিকে তাকালে দেখা যাবে এর ইতিহাস আরো অনেক পুরাতন। এ সময়ের ভেতরে সমগ্র দেশে ৩০০’র অধিক দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। এগুলোর একটা ধারাবাহিক চর্চা আছে। লিখতে লিখতে এরা সহনশীল হয়ে উঠেছে। যে সরকার আসছে তারা পজেটিভ যা নেগেটিভ সংবাদ দেখে দেখে অভ্যস্ত হচ্ছে। এটা সম্ভব হয়েছে দীর্ঘ পরিক্রমার ধারাবাহিকতার কারণেই। ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ইতিহাস বেশি দিনের নয়। স্বাধীনতার-পরবর্তী সময় থেকে ইলেকট্রনিক মিডিয়া থাকলেও সেটা ছিল সরকার নিয়ন্ত্রক টেলিভিশন। সেখানে সব সময় বলা হয় সরকারের কথা। বেসরকারি পর্যায়ে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ইতিহাস ৭ থেকে ৮ বছরের। এই সময়ের মধ্যে ইলেকট্রনিক মিডিয়া যতোটুকু এগিয়েছে সংবাদ পরিবেশন ও উৎকর্ষের ক্ষেত্রে এবং স্বাধীনতার ক্ষেত্রে আমি এটাকে পজেটিভলি দেখি। এটা ইলেকট্রনিক মিডিয়ার জন্য বড় অর্জন। আজ থেকে ৮/১০ বছর আগেও হরতাল আছে কি না বা ঝালকাঠিতে জলোচ্ছ্বাস হয়েছে কি না তা শুনতে হতো বিবিসির কাছ থেকে। আর এখন ঘুম থেকে উঠেই জানতে পারছেন ঐ দিনের দেশ ও বিদেশের চিত্র। এটা সম্ভব হয়েছে বেসরকারি টেলিভিশন মিডিয়ার কল্যাণেই।

এটা কি স্বাধীনতা ভোগ করছি নাকি তথাকথিত কথার কথা। আমরা মনে করি, স্বাধীনতা ভোগ করছি তবে আরো স্বাধীনতার প্রয়োজন আছে। এটাও পাশাপাশি মনে রাখতে হবে তৃতীয় বিশ্বের একটা দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন কোনো দেশ নয়। পৃথিবীর অনেক সভ্য দেশও রেডিও-টেলিভিশনের ক্ষেত্রে ১০০ ভাগ স্বাধীনতা ভোগ করে না। আজকে যদি সিএনএন-এর কথা বলেন, সিএনএন পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত হয়। সিএনএন বুশের কথাই বলে, ওরা অনেক কিছুই লুকায়। ইরাক যুদ্ধের কথাই ধরুন। যুদ্ধের প্রথম ৪/৫ দিন তো বোঝাই যায়নি ইরাকে আসলে কি হচ্ছে- এতটা সেন্সরড ভিডিও ফুটেজ ও সাংবাদের বর্ণনা ছিল। যখন সারা বিশ্বের মানুষ আলজাজিরা টিভি দেখতে শুরু করলো তখন ইরাক যুদ্ধের বিভিষিকা দেখা গেল- এটা কি সিএনএন বা বিবিসি’র ন্যামবেডেড জার্নালিজম নয়। অন্যদিকে ক্যাটরিনাতে বুশ সরকার ব্যর্থ হয়েছে যেমন সিএনএনও বলে আমাদের দেশে সরকার ব্যর্থ হলে বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলোও বলে। যদি তাই বলে সে ক্ষেত্রে কি আমরা স্বাধীনতা ভোগ করছি না? সরকারের ভুল ধরিয়ে দেয়াটা মিডিয়ায় দায়িত্ব এবং মিডিয়াকে তার সহায়ক শক্তি ভাবাটাই ভালো।

২০০০ : আকাশ সংস্কৃতির এ যুগে দেশীয় দর্শক ঘরমুখী করতে করণীয় কী হতে পারে?

সিরাজ : আমাদের অনেক যুদ্ধ করে প্রাইভেট টিভি চ্যানেল চালাতে হয়। সে ক্ষেত্রে জাতীয় দৈনিকগুলিকে অতটা যুদ্ধ করতে হয় না। কারণ পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের বিশেষ করে ভারতে প্রকাশিত জাতীয় দৈনিকের সঙ্গে টক্কর দিয়ে চলতে হয় না। আমাদের জাতীয় দৈনিকের প্রতিযোগিতা দেশের মধ্যেই। কিন্তু স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোকে ভারতীয় জাঁদরেল চ্যানেলগুলোর সঙ্গে টক্কর দিয়ে টিকে থাকতে হয়। তাদের চ্যানেলের দর্শক কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এ দেশের। এতো কিছুর মধ্যেও কিন্তু আমাদের চ্যানেলগুলো ভালো করছে বলেই ছোট বাজার ব্যবস্থার মধ্যেও টিকে আছে। আমার মতে ব্যক্তি স্বাধীনতা বা রুচিকে আঘাত না করাই ভালো। আমি এটাও বলতে চাই না ভারতীয় চ্যানেল এ দেশে বন্ধ করে দেয়া হোক। তবে একটা কথা বলতেই হয়। তারা যদি আমাদের চ্যানেল দেখতে না দেয়, তাহলে আমরা কেন তাদের চ্যানেল দেখাচ্ছি। প্রশ্ন আসতে পারে আমাদের যে কোনো চ্যানেল দেখতে পারা উচিত। কিন্তু পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশ আছে যার মধ্যে সিঙ্গাপুরের কথাই ধরুন। যেখানে তাদের নিজস্ব চ্যানেল ছাড়া অন্য কোনো চ্যানেল নেই। মালয়েশিয়ার অবস্থাও তাই। তাদের চ্যানেল ছাড়া রয়েছে দু’একটি নিউজ চ্যানেল। তাদের মতো উন্নত দেশ যদি সংরক্ষিত হতে পারে, দেশের শিল্প সংস্কৃতির উৎকর্ষতার জন্য তাহলে আমরা পারব না কেন?

খেলাধুলা বিষয়ক নানা অনুষ্ঠানের পাশাপাশি সঙ্গীত, ম্যাগাজিনসহ নানা ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আসছে। আরো রয়েছে প্রতিদিনের আয়োজন চ্যানেল আই সংবাদ।

বিশেষ দিনেও পিছিয়ে নেই চ্যানেল আই। বিশেষ দিন মানেই চ্যানেল আই এই স্লোগানটি দাঁড়িয়ে গেছে। বিশেষ দিনে চ্যানেল আই শুরু থেকেই আয়োজন করে আসছে নানা অনুষ্ঠানমালার। চ্যানেল আই বিভিন্ন সময় প্রদর্শন করছে বড় পর্দার ছবি। যা দর্শকদের বুঝিয়ে দিচ্ছে এদেশেও সুস্থ ধারার চলচ্চিত্র নির্মিত হয়।

অস্কারের জন্য নির্বাচিত ছবি শ্যামল ছায়া

চ্যানেল আই বিশ্বাস করে একটি ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম শুধু বিনোদন ও তথ্য সরবরাহের কাজই করে না, দেশের মানুষের সার্বিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং দেশের আর্থ-সামাজিক কল্যাণে বহুমুখী ভূমিকা রাখতে পারে।

রুহুল তাপস